|  |
| --- |
| **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ** **মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জি.ডি.পি.) এ সামগ্রিকভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে মৎস্য উপখাতের অবদান ৩.57 শতাংশ ও দেশের মোট কৃষিজ জিডিপি’র অবদান ২6.37 শতাংশ এবং জি.ডি.পি-তে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.44 শতাংশ ও কৃষিজ জি.ডি.পি এর অবদান 13.10 শতাংশ। এছাড়া, মোট প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত থেকে। শ্রমঘন ও দ্রুত আয় সৃষ্টিকারী এ খাত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ৩য় স্থান এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। এছাড়া, ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে ১ম এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য় স্থানে অবস্থান করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

**১.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:** বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮(১) এ জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে খাদ্য, কর্মের অধিকার, বেকারত্ব দূরীকরণের বিষয়াবলী বিধৃত রয়েছে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

* 1. **Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:**
* আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি;
* মৎস্য ও পশুপুষ্টি এবং কৃত্রিম প্রজনন;
* দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও পশুজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ;
* মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুন সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;

**২.০ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

* মৎস্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রণীত এ মৎস্য নীতিমালায় বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মৎস্য চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় মৎস্য নীতি-১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল-২০০৬ এর আলোকে ইতোমধ্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯, ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা-২০১১, চিংড়ি নীতিমালা-২০১৪ এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালার আলোকে মৎস্যচাষ ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকার সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনের জন্যStrategic goal ও Action Planপ্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অগ্রাধিকারের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।
* জাতীয় প্রাণিসম্পদ নীতিমালা, ২০০৭ এ প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ডেইরি খামার উন্নয়ন ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, পোল্ট্রি উন্নয়ন, প্রাণিস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা উন্নয়ন, প্রাণি খাদ্য ও প্রাণি ব্যবস্থাপনা, ব্রীড উন্নয়ন, হাইড ও স্কিন, প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ এ খাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ঋণ ও বীমার সুবিধা সৃষ্টি এবং গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফল সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া। এ ছাড়া, জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা-২০০৮, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ নীতিমালা, ২০১১ সহ এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতিসমূহের আলোকে নানামুখী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ তথা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে নারীর সুফলপ্রাপ্তি এবং সুফলভোগী হিসেবে নারীর হিস্যা সুনিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
* জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১-এর ৩৬.৩ অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু পালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৩ অনুযায়ী মৎস্য ও গবাদিপশু পালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ; বিনামূল্যে কৃষি, মৎস্য ও গবাদিপশু খাতে উপকরণ সহায়তা এবং এ খাতে ভর্তুকি ও উৎসাহ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ও 8ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে:

1. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদরূপে গড়ে তোলা;
2. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা;
3. সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা;
4. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে নারীদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্তকরণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান

**৩.০ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

* **মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং খাস জলাশয়, খাল-বিল, পুকুর, দীঘি ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন, বিল নার্সারি স্থাপন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন, মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা, রোগ নির্নয় ও প্রতিকার এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আংশিকভাবে অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে প্রায় ১4.0০ লক্ষাধিক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত।
* **প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খাতের** **উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি, গাভী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালনের মত কার্যক্রমে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে নিয়োজিত আছেন। গ্রামাঞ্চলের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ছোট ছোট খামারগুলোতে মূলত: নারীরা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা, নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ:** মৎস্য ও গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ খাতে নারীর অবদান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিগত 2020-21 অর্থবছরে 5086 জন চাষিকে মাছের রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মৎস্য চাষিদের মধ্যে ১০১৭ জন (প্রায় ২০%) নারী। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।বেকার যুব মহিলা, দুঃস্থ ও বিধবা নারীরা হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানের উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামে গ্রামে হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানের কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। এর ফলে গৃহকর্মের পাশাপাশি বাড়তি আয় করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।
* **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি:** সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাশয় পার্শ্ববর্তী খাসজমি, খাল-বিল, পুকুর, দীঘি ইজারা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষ, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলাশয়ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করা ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। **হাঁস-মুরগি, গাভী, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালনের মত কার্যক্রমে নারীরা** ঐতিহ্যগতভাবে **নিয়োজিত আছে।** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ, গবাদি পশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উঠান বৈঠকের আয়োজন, ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগী হিসেবে নারীর হার এবং গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা, কর্মসংস্থানের সুযগে সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **মানসম্মত মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজাত পণ্যের সরবরাহ ও রপ্তানি বৃদ্ধি:** মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যরপ্তানি ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত রয়েছে। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানির জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৮০% নারী।প্রাণিজাত পণ্যরপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে নারীরা সম্পৃক্ত। ফলশ্রুতিতে নারীর সক্ষমতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* **মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং খাস জলাশয়, খাল-বিল, পুকুর, দীঘি ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন, বিল নার্সারি স্থাপন, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন, মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা, রোগ নির্নয় ও প্রতিকার এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মৎস্যচাষি ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও আংশিকভাবে অংশগ্রহন করছে। প্রদর্শনী খামার স্থাপনে প্রায় ৭%, মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৫% এবং বিল নার্সারী ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৫% নারী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১4.0০ লক্ষাধিক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত।
* **গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি:** হাঁস-মুরগি, গাভী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া পালনের মত কার্যক্রমে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে নিয়োজিত আছেন। গ্রামাঞ্চলের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ছোট ছোট খামারগুলোতে মূলত: নারীরা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এসব গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ২৫%। এ সকল কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা, নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:** মৎস্য, হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও ডেইরী খামার স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর, মৎস্য ও প্রাণিজাত এবং এর উপজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এসব কার্যক্রম বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় প্রতিবছর প্রায় ১.৩২ লক্ষ জনকে এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় প্রতিবছর প্রায় ২.০০ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে নারী অংশগ্রহণকারী প্রায় ২৫-৩০%।
* **মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা:** মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিতব্য মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানির প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। রপ্তানির জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত কর্মীদের মধ্যে প্রায় ৮০% নারী।প্রাণিজাত পণ্যরপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সম্পৃক্ত। রপ্তানি বৃদ্ধিতে এরূপ সহায়তার পাশাপাশি আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে নারীর সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

|  | **কর্মকর্তা (%)** | | | | | | **কর্মচারি (%)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০20-21** | | **২০21-22** | | **২০22-২3** | | **২০20-21** | | **২০21-২2** | | **২০22-২3** | |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয় | 70.91 | 29.09 | ৭৪ | ২৬ |  |  | 78.43 | 21.57 | ৭৮.৪৩ | ২১.৫৭ |  |  |
| স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান | 83.08 | 16.92 | 80.57 | 19.43 |  |  | 91.02 | 8.98 | 91.96 | 8.04 |  |  |
| মহাপরিচালকের দপ্তর | 59.20 | 40.8০ | ৬১.৮০ | ৩৮.২০ |  |  | 67.19 | 32.81 | ৬৫.৪৪ | ৩৪.৫৬ |  |  |
| উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ | 78.13 | 21.87 | ৮০.০০ | ২০.০০ |  |  | 84.91 | 15.09 | ৮৭.৭৬ | ১২.২৪ |  |  |
| জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ | 85.79 | 14.21 | ৮১.৯৩ | ১৮.০৭ |  |  | 84.13 | 15.87 | ৮৩.০৬ | ১৬.৯৪ |  |  |
| সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ | 84.13 | 15.87 | ৮১.৯১ | ১৮.০৯ |  |  | 87.18 | 12.82 | ৮১.১৭ | ১২.৮৩ |  |  |
| ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ | 65.22 | 34.78 | ৭২.০০ | ২৮.০০ |  |  | 86.05 | 13.95 | ৮৪.৬২ | ১৫.৩৮ |  |  |
| মৎস্য খামারসমুহ | 77.78 | 22.22 | ৮১.৮২ | ১৮.১৮ |  |  | 86.96 | 13.04 | ৮১.৬৩ | ১৮.৩৭ |  |  |
| মিনি হ্যাচারিসমূহ | 0 | 100 | ০.০০ | ০.০০ |  |  | 100.00 | 0.00 | ০.০০ | ০.০০ |  |  |
| মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমুহ | 95.24 | 4.76 | ৯০.০০ | ১০.০০ |  |  | 94.39 | 5.61 | ৯৩.৪৭ | ৬.৫৩ |  |  |
| গ্রামীণ মৎস্য খামারসমুহ | 0 | 100 | ০.০০ | ০.০০ |  |  | 0.00 | 0.00 | ০.০০ | ০.০০ |  |  |
| চিংড়ি উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ | 85.72 | 14.28 | ৯০.০০ | ১০.০০ |  |  | 95.00 | 5.00 | ৯৩.১০ | ৬.৯০ |  |  |
| বাওড় কার্যালয়সমূহ | 88.89 | 11.11 | ৮৮.৮৯ | ১১.১১ |  |  | 88.57 | 11.43 | ৮৮.৫৭ | ১১.৪৩ |  |  |
| মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ | 83.64 | 16.36 | ৮৩.৬৪ | ১৬.৩৬ |  |  | 86.49 | 13.51 | ৮৬.৪৯ | ১৩.৫১ |  |  |
| সামুদ্রিক দপ্তরসমূহ | 94.29 | 5.71 | ৯৪.২৯ | ৫.৭১ |  |  | 89.55 | 10.45 | ৮৯.৫৫ | ১০.৪৫ |  |  |
| কোয়ারেন্টাইন অফিসসমূহ | 100 | 0 | ৮১.২৫ | ১৮.৭৫ |  |  | 100 | 0.00 | ১০০ | ০.০০ |  |  |
| সার্ভিলেন্স চেকপোস্ট অফিসসমূহ | 100 | 0 | ১০০ | ০.০০ |  |  | 0.00 | 0.00 | ০.০০ | ০.০০ |  |  |
| আঞ্চলিক অফিসসমূহ | 83.33 | 16.67 | ৮৩.৩৩ | ১৬.৬৭ |  |  | 94.12 | 5.88 | ৯৩.৭৫ | ৬.২৫ |  |  |
| মেরিন ফিশারিজ একাডেমি | 92.86 | 7.14 | ৮৫.৭১ | ১৪.২৯ |  |  | 100 | 0 | ১০০ | ০ |  |  |
| মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর | 100 | 0 | ১০০ | ০ |  |  | 85.37 | 14.63 | ৮৫.৭২ | ১৪.২৮ |  |  |
| প্রধান কার্যালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 79.16 | 20.84 | 68.42 | 31.57 |  |  | 82.85 | 17.15 | 82.85 | 17.15 |  |  |
| বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ কার্যালয়সমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 100 | - | 86.36 | 13.64 |  |  | 91.66 | 8.34 | 91.66 | 8.34 |  |  |
| জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়সমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 88.79 | 11.21 | 88.79 | 11.21 |  |  | 96.53 | 3.47 | 96.53 | 3.47 |  |  |
| উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়সমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 93.85 | 6.54 | 93.85 | 6.54 |  |  | 96.62 | 3.37 | 96.62 | 3.37 |  |  |
| মেট্রো থানা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়সমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 80 | 20 | 86.36 | 13.64 |  |  | 91.66 | 8.34 | 91.66 | 8.34 |  |  |
| জেলা প্রাণি হাসপাতালসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 85.57 | 14.42 | 85.57 | 14.42 |  |  | 97.15 | 2.84 | 97.15 | 2.84 |  |  |
| জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 93.85 | 6.54 | 6.54 | 95.57 |  |  | 96.০০ | ৪.০০ | 96.62 | 3.37 |  |  |
| সরকারি দুগ্ধ খামারসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 83.78 | 16.22 | 83.78 | 16.22 |  |  | 96.50 | 3.50 | 96.5 | 3.5 |  |  |
| সরকারি হাঁস মুরগির খামারসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 88.40 | 11.60 | 88.40 | 11.60 |  |  | 90.99 | 9.01 | 90.99 | 9.01 |  |  |
| প্রাণি জরিপ দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| চিড়িয়াখানা সমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 80 | 20 | 87.50 | 12.50 |  |  | 90.06 | 9.93 | 90.06 | 9.93 |  |  |
| সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ৪০ | ৬০ | ২৫ | ৭৫ |  |  | 82.85 | 17.15 | 82.85 | 17.15 |  |  |
| গবেষণা ও প্রাণিরোগ অনুসস্ধান ইনস্টিটিউটসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 30 | ৭০ | ৪০ | ৬০ |  |  | 96.53 | 3.47 | 96.53 | 3.47 |  |  |
| ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং ঔষধাগার, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 85.০০ | 1৫.০০ | 85.57 | 14.42 |  |  | 97.০০ | ৩.০০ | ৯০ | ১০ |  |  |
| মহিষ প্রজনন খামারসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| ছাগল উন্নয়ন খামারসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 83.78 | 16.22 | 83.78 | 16.22 |  |  | 96.50 | 3.50 | 96.5 | 3.5 |  |  |
| পিগ ফার্মসমূহ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | ১০০ | ০ | ১০০ | ০ |  |  | ১০০ | ০ | ১০০ | ০ |  |  |
| পশুখাদ্য কারখানা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর | 93.85 | 6.54 | 6.54 | 95.57 |  |  | 96.০০ | ৪.০০ | 96.62 |  |  |  |
| প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্পেশনসমূহ | ১০০ | ০ | ১০০ | ০ |  |  | ১০০ | ০ | ১০০ | ০ |  |  |

**৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:**

মাছ চাষে নিয়োজিত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১1 শতাংশ মহিলা। বর্তমানে মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের ৮০ শতাংশই নারী। মাছ ধরার জাল ও সরঞ্জাম তৈরিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ ৪৫ শতাংশ। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে প্রায় 25 শতাংশ নারী। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য মনোনীত খামারির প্রায় ৫০ শতাংশ নারী।

**মৎস্য সেক্টর**

| **ক্রমিক নং** | **প্রকল্প/কর্মসূচি** | **পরিমাপের একক** | **২০20-21** | | **২০21-২2** | | **২০22-২3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ |
| ১ | ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জন | ৪১৭০ | ১৮৫৪৬ | ১৫৮৯ | ৯০৯৫ |  |  |
| 2 | বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প | জন | ৩৩৫৭ | ২২৭৮৯ | ৫০৩ | ১০৬১১ |  |  |
| 3 | জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প | জন | ১৬৩৫ | ৬৪১৮ | ৮৫২ | ২৫৫৬ |  |  |
| 4 | ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | জন | - | - | ১০০ | ৩০০ |  |  |
| 5 | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জন | ১২৪৬৫ | ২৫২৬৬ | ৫৩৬৩ | ৯৯৬৪ |  |  |
| 6 | সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট ইন বাংলাদেশ: প্রিপারেশন ফ্যাসিলিটি | জন | ০৪ | ৮৭ | ৬০৩০৫ | ৬০৮২ |  |  |
| 7 | রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | - | ৪৫১ | ৭৫১৪ | ৫৮০ | ৫৯২০ |  |  |
| 8 | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | - | ৩০ | ৭০ | ৪৪০ | ১৫০০ |  |  |
| 9 | গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প | - | - | - | - | - |  |  |
| ১0 | কমিউনিটি বেজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ এন্ড একুয়াকালচার ডেভেলাপমেন্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্প | - | - | ৫০০ | ১২৮০ | ১৯২০ |  |  |
| ১1 | দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষন ও উন্নয়ন প্রকল্প | - | - | - | ৫২০ | ১৫০০ |  |  |
| ১2 | টেকনিক্যাল এসিসটেন্স টু রিডিউস ফিশ লস ইন দ্যা ক্যাপচার ফিশারিজ সাপ্লাই চেইন | - | - | - | ৮৭০ | ১৩০৫ |  |  |
| 13 | চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প | জন | 75 | 275 | 15 | 210 |  |  |
| 1৪ | বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্প | জন | 4 | 21 | 15 | 50 |  |  |
| 1৫ | বাংলাদেশে ঝিনুক ও শামুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ | জন | 125 | 225 | 0 | 0 |  |  |
| 1৬ | মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প | জন | 20 | ৩5০০ | 20 | 3700 |  |  |
| 1৭ | হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প | জন | - | - | 30০ | ৫00০ |  |  |
| 1৮ | দেশের ৩টি ঊপকূলীয় জেলার ৪ টি স্থানে আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প | জন | - | - | 3০০ | 8০০০ |  |  |
|  | **সর্বমোট =** | **জন** | **২২3৩6** | **৮৫২11** | **৭৩০৫২** | **৬৫৯১৩** |  |  |

**প্রাণিসম্পদ সেক্টর:**

| **ক্রমিক নং** | **প্রকল্প/কর্মসূচি** | **পরিমাপের একক** | **২০20-21** | | **২০21-২2** | | **২০22-২3** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ |
| ১ | ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেস্ট প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | জন | - | - | - | - |  |  |
| 2 | কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। | জন | - | - | ৪০০ | ১৪৯৫ |  |  |
| 3 | ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (২য় পর্যায়) প্রকল্প।  (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ) | জন | 92937 | 107813 | 92937 | 107813 |  |  |
| 4 | ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প | জন | 195 | 349 | ৩৬৪ | ৭৫৯ |  |  |
| 5 | দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | জন | - | - | - | - |  |  |
| 6 | উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। | জন | 10125 | 1124 | ৪৭৭০ | ৫৩০ |  |  |
| 7 | আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প। | জন | 4092 | 8183 | ২১৮৬৩ | ৫১০১২ |  |  |
| ৮ | প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প | জন | ০ | ০ | ১৬৭৪ | ১১১৬ |  |  |
| ৯ | সমতল ভূমিতে বসবাসরদ অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়ননের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | জন | 0 | 0 | 19862 | 18208 |  |  |
| ১০ | হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | জন | 0 | 0 | 1350 | 650 |  |  |
| ১১ | উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প | জন | 0 | 0 | 10246 | 6830 |  |  |
| 12 | রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) | জন | ১৪৬ | ২০৪ | ৪০০ | ৫৫০ |  |  |
| 13 | বাংলাদেশে GHSA এর লক্ষ্য অর্জনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং জুনোসিস প্রতিরোধ প্রকল্প | জন | - | - | ০৫ | ১৯০ |  |  |
| 14 | পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প | জন | ১৬৮ | ২২১ | ২৩২ | ১৪৫ |  |  |
| 15 | ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প | জন | ২৩৭ | ৯৩ | ৮৬ | ৩৪ |  |  |
| 16 | জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প | জন | - | - | ৫৭ | ১৩৮ |  |  |
| 17 | মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প | জন | ১৪ | ০১ | ০৮ | ৫২০ |  |  |
|  | **সর্বমোট :** | **জন** | **107914** | **117988** | **১৫৪254** | **১৮9990** |  |  |

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা :**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৬.১ নারী উন্নয়নে বিগত বছরসমূহের সুপারিশকৃত কার্যাবলীর অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্র.নং** | **নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১. | ইউনিয়ন পর্যায়ে বিধবা-স্বামী পরিত্যক্তা ও দরিদ্র মহিলাদের দল গঠন করে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন, রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান ও খামার তৈরির উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় বিধবা-স্বামী পরিত্যক্তা ও দরিদ্র মহিলাদের দল গঠন করে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালন, রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান ও খামার তৈরির উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কার্যক্রমটি চলমান আছে। |
| ২. | সরকারি খামারগুলোতে উৎপাদিত মাছের পোনা ও রেণু, হাঁস-মুরগির বাচ্চা এবং টিকা ও অন্যান্য সামগ্রী সুলভে মহিলা খামারীদের (পারিবারিক-দল) মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ | সরকারি খামারগুলোতে উৎপাদিত মাছের পোনা ও রেণু, হাঁস-মুরগির বাচ্চা এবং টিকা ও অন্যান্য সামগ্রী সুলভে মহিলা খামারীদের (পারিবারিক-দল) মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। |
| ৩. | দেশের হাওর, লবণাক্ত ও উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান। | দেশের হাওর, লবণাক্ত ও উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। |
| ৪. | কৃষকদের ন্যায় দুস্থ মহিলা খামারীদের উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, ন্যূনতম জামানতে ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধাসহ গবাদিপশু ও পোল্ট্রির জন্য ঋণের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় বাজারে **নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি** (যেমন- মহিলাদের জন্য আলাদা কর্ণার রাখা) **ও সম্প্রসারণ**। | কৃষকদের ন্যায় দুস্থ মহিলা খামারীদের উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান, গবাদিপশু পোল্ট্রির জন্য ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য স্থানীয় বাজারে **নারী বান্ধব পরিবেশ প্রত্যাশিত পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** |
| ৫. | প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ ও তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ। | প্লাবন ভূমিতে সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ ও তাদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। |
| ৬. | ফিস প্রসেসিং কার্যক্রমে মহিলাদের অধিকহারে নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একক-দলগতভাবে প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। | ফিস প্রসেসিং কার্যক্রমে মহিলাদের অধিকহারে নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একক-দলগতভাবে প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ইতোমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। |
| ৭. | গ্রামীণ মহিলাদের জন্য এস.এম.ই. (ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা) ঋণের সুবিধা সম্প্রসারণ। | গ্রামীণ মহিলাদের জন্য এস.এম.ই. (ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা) ঋণের সুবিধা ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। |

**৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

মৎস্য চাষের মত আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান চলমান রয়েছে বিধায় নারীর কর্মসংস্থান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের মাধ্যমে খাস জমি, খাল-বিল, পুকুর, দীঘি লিজ নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বর্তমানে ১৪ লক্ষাধিক নারী এ সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কমিটিতে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমে নারী সুফলভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন অধিকতর সুসংহত হয়েছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি পালনের মত কার্যক্রমে নারীরা পূর্ব থেকেই নিয়োজিত আছেন। এসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম বারের মত বাংলাদেশের কোন মেরিটাইম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ০৮ জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট 12 জন মহিলা ক্যাডেট প্রশিক্ষণরত আছে। এছাড়া প্রথম ১০টি ব্যাচে ৬০ জন মহিলা ক্যাডেট সফলভাবে গ্র্যাজুয়েশন লাভ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

**৬.৩ নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচি Impact evaluation/IMED evaluation/project completion report এর পর্যবেক্ষণ :**

* **কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়):** প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৬-৩1/১২/২০২2 মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃত্রিম প্রজনন স্বেচ্ছাসেবী, পূর্বের স্বেচ্ছাসেবী ও কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ানদের মোট ১৮৯৫ জন কে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমের উপর ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা ৪০০ জন (২১.১০%)। গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
* **ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ (২য় পর্যায়) প্রকল্প (প্রাণিসম্পদ অংশ):** প্রকল্পটি ০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট 200750 জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে মহিলা 92937 জন (4৬%)। ইমপ্রুভড্ লাইভস্টক টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এর উপর তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* **উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ০১/০৭/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৪৪০৮ জন, যার মধ্যে নারী সুফলভোগীর সংখ্যা ৩০৯৬৭ জন (৯০%)। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে ২৫ জন করে ২০টি এলএফজি (লাইভস্টক ফার্মারস গ্রুপ) গঠনপূর্বক তাদের হাঁস, মুরগি ও ভেড়া পালন বিষয়ে ৩দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ভেড়া পালনে ৫০% এবং হাঁস ও মুরগি পালনে ১০০% নারী সুফলভোগী নির্বাচন করা হয়।
* **ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প:** প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২ মেয়াদে দেশের ২৩ জেলার ১৯৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগী’র সংখ্যা ১৯৭০ জন, যার মধ্যে ৬০ ভাগই মহিলা।
* **প্রাণিসম্পদ এবং ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি):** প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২৩ মেয়াদে ৮টি বিভাগের৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ১,৯১,০০০ জন, যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা ৯৫,০০০ জন (৫০%) নির্ধারণ করা হয়েছে।
* **আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প:** প্রকল্পটি ০১/০১/২০১৯ থেকে ৩১/১২/২০২২ মেয়াদে ৮টি বিভাগের **৬১**টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ১১০৪৫০ জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৩১৩৫ জন (৩০%) নির্ধারণ করা হয়েছে।
* **সমতল ভূমিতে বসবাসরদ অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়ননের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প:** প্রকল্পটি 01/07/2019 থেকে 30/06/2023 মেয়াদে ­­8টি বিভাগের 29টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগী’র সংখ্যা 152033 জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগী’র সংখ্যা 45609জন (30%) নির্ধারণ করা হয়েছে।
* **হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি 01/03/2020 থেকে 30/06/2023 মেয়াদে 1টি বিভাগের 7টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগী’র সংখ্যা 51276জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগী’র সংখ্যা 15383 জন (30%) নির্ধারণ করা হয়েছে।
* **উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ** প্রকল্পটি 01/03/2020 থেকে 30/06/2023 মেয়াদে 3টি বিভাগের 10টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগী’র সংখ্যা 47643জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগী’র সংখ্যা 28586জন (60%) নির্ধারণ করা হয়েছে।
* **ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়): প্রকল্পটি ৩৭৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । এ প্রকল্প দেশের ৬১টি জেলায় ৩৫৫টি উপজেলার ৩০০০টি ইউনিয়নে বাস্তবা**য়িত **হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে স্থায়িত্বশীল সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিয়নভিত্তিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও সিবিজি গঠনের মাধ্যমে ইউনিয়নভিত্তিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও সিবিজি গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় মৎস্যচাষীদের মৎস্যচাষে উ**দ্বু**দ্ধ করাই আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ১, ৫৭,৬৩০ জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগী ১৫,৭০০জন । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,৫৫০ জন নারীকে নার্সারী স্থাপন, কার্প মিশ্রচাষ ফলাফল প্রদর্শনী, মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ ফলাফল প্রদর্শনী, পাঙ্গাস চাষ ফলাফল প্রদর্শনী, গলদা/বাগদা চাষ ফলাফল প্রদর্শনী, কৈ/শিং/মাগুর চাষ ফলাফল প্রদর্শনী, ধানক্ষেতে মাছচাষ ফলাফল প্রদর্শনী ও সিবিজি সদস্য (কার্প মিশ্র চাষ/পাংগাস/তেলাপিয়া/পেন/খাচায়) মাছ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীরা আত্ম-কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কর**ছে**।**
* **বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প:** **প্রকল্পটি ২১১৩১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ০৩টি জেলার ৩৩টি** উপজেলায় এ প্রকল্প **বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ১,১৫,০০০ জন, যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা ৩,৫০০ জন। বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে**র **মাধ্যমে উপকরণ সহায়তা হিসেবে মহিলা সুফলভোগীদের সেলাই মেশিন, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে**র **সুযোগ সৃষ্ঠি হচ্ছে।**
* **ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম (২য় পর্যায়) প্রকল্প (মৎস্য অংশ)** : **প্রকল্পটি ৩৯৯৮৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি দেশের ০৮টি বিভাগে ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৫,৫০০ জন যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা ১৬৫০ জন।** এ প্রকল্পের আওতায় **মহিলা সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে । এছাড়া** সিআইজি গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে নারীদের কাছ হতে প্রতিমাসে সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয় এবং ব্যাংকে সঞ্চয় করা হয় যা নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে ।
* **জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প:** **প্রকল্পটি ৪০৯০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । প্রকল্পটি ০৮টি বিভাগের ৬১টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ১১,২১১ জন, যার মধ্যে মহিলা সুফলভোগীর সংখ্যা ২,২৪২ জন। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মহিলা সুফলভোগীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে ।**
* **সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP):** এসসিএমএফপি (SCMFP) প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ এর আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অবদান রাখতে পারে সেজন্য নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন কমিটিতে যেমন:মৎস্য গ্রাম সমিতির ৭জন সদস্যের মধ্যে সেক্রেটারি ও একজন নির্বাহী সদস্য নারী, ৩ সদস্য বিশিষ্ট সঞ্চয় কমিটির ৩জনই নারী, ৩ সদস্য বিশিষ্ট উপ-প্রকল্প কমিটিতে ২ জন নারী, ৩ সদস্য বিশিষ্ট ক্রয় কমিটির ২ জন নারী, ভিলেজ ফিশার্স কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান হবেন একজন নারী।

**৬.৪** মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক কার্যক্রম, উপকরণ সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের জীবনমানের উন্নয়ন ও সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং জলাশয় পার্শ্ববর্তী খাসজমি, খাল-বিল, পুকুর, দীঘি ইজারা প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষ, মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যচাষ বিষয়ক এবং মাছের রোগ ও প্রতিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী মৎস্য চাষিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মাছের রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রন ও প্রতিকারের ফলে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।হাঁস-মুরগি, গাভী, ছাগল ও ভেড়া পালন কার্যক্রমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম্পৃক্ততা, নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেকার যুব মহিলা, দুঃস্থ ও বিধবা নারীরা হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানের উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামে গ্রামে হাঁস-মুরগির টিকা প্রদানের কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। এর ফলে গৃহকর্মের পাশাপাশি বাড়তি আয় করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে।

**৬.৫** **সাফল্য গাঁথা-(ক):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **মোছা: জরিনা খাতুন-**  **ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনে সফলতার উজ্জল** **দৃষ্টান্ত**  মোছা: জরিনা খাতুন এর সংগ্রামী জীবন তাকে করেছে স্বাবলম্বী। তার সংসারে 2 ছেলে আর 2 মেয়ে রয়েছে। ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের সে একজন ছাগল পালন খামারী হিসেবে পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলা থেকে নির্বাচিত সুফলভোগী। এ প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ খামারী হিসেবে প্রকল্প থেকে নিজ বাড়িতে 1টি ছাগল পালনের মডেল সেড স্থাপন করা হয়।  প্রাথমিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের 3টি ছাগল দিয়ে ছাগল লালন পালন শুরু করেন মোছা: জরিনা খাতুন। পরবর্তীতে তিনি এ প্রকল্পের আওতায় এসে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় সঠিকভাবে ছাগল লালন পালন ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত হয়ে উচু মাচাযুক্ত ঘরে ছাগল পালন করে 35 হাজার টাকা আয় করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল উন্নয়ন কর্মী নাসরুল্লাহ শাহ এর সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছাগলের বিকল্প দুধ, ঔষধ, ভ্যাক্সিন সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে তিনি ছাগল পালনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক সফলতা লাভ করেন।  **ছাগল পালনের মডেল সেড/ প্লাস্টিক মাচাযুক্ত ছাগলের ঘর**  D:\Laptop\Panchagarh CGF\12.jpg   |  |  | | --- | --- | | C:\Users\pdd\Desktop\Capture.PNG | D:\Laptop\Panchagarh CGF\1.JPG |   **নিজ খামারে ছাগলের পরিচর্যা করছেন জরিনা খাতুন**  ছাগলের বাচ্চার মৃত্যুর হার ও রোগব্যাধি কমে যাওয়ার ফলে বর্তমানে তার 40টি ছাগল রয়েছে, যার বাজারমূল্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এরূপ ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনের মধ্য দিয়ে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের পাশাপাশি সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বহনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি ছাগল পালনের পাশাপাশি ছাগলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কেঁচো সার তৈরি করে লাভবান হয়েছেন। তাঁর এ সফলতায় সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁর অবদানে সংসারে সুখ বিরাজ করছে। তাঁর সফলতায় উৎসাহিত হয়ে অনেক খামারী অনুরূপভাবে উচু মাচাযুক্ত ঘর তৈরি করে ছাগল পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।  **সাফল্য গাঁথা-(খ):**  **“ঝুঁকিপূর্ণ অনুদান-নাসিমা দেখছে নতুন জীবনের আশা”**  নাসিমা বেগম, স্বামী: সিদ্দিক শেখ, পিআইপি-১৩১, এফআইডি ৪০০১৭৩০০৮৩০০০৪৬৭, গ্রামঃ গাববুনিয়া, ইউনিয়নঃ রামপাল সদর, উপজেলাঃ রামপাল, জেলাঃ বাগেরহাট। তার এক ছেলে। সে একজন অতি দরিদ্র। তার স্বামী সাগরে মাছ ধরত। একবার মাছ ধরতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ্ হয়ে তার স্বামী মারা যায়। এতে সে খুবই অসহায় হয়ে পড়ে। তার পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ছিলেন তার স্বামী। তাঁর হঠাৎ মৃত্যুতে ও সংসারে অভাব অনটনে সে খুব হতাশ হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় লোকের বাড়ি কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতে থাকে। কিন্তু  তার একার পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় মৎস্য অধিদপ্তরের এসসিএমএফপি প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-৩ এর মাধ্যমে এসডিএফ ঐ গ্রামে কাজ শুরু করে। পিআইপিতে সে ঝুঁকিপূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হয়। প্রকল্পের মৎস্যজীবী গ্রাম সমিতি হতে এককালীন অনুদান হিসেবে তাকে ১০,০০০/- টাকা দেয়া হয়। সেটা দিয়ে তার বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে বাজারে একটি ছোট চা ও পানের দোকান দেয়। শুরুতে বেচা কেনা কম হলেও পরবর্তীতে দোকানটি জমে উঠে। যা থেকে দৈনিক ২৫০-৩০০ টাকা আয় হয়। সেটা দিয়ে তার সংসারে কিছুটা অভাব দূর হয়। পরবর্তীতে সে গ্রাম সমিতির সদস্য হয়ে ২০/-টাকা করে সঞ্চয় জমা শুরু করে। ভবিষ্যতে প্রকল্পের মৎস্যজীবী গ্রাম সমিতি হতে সাবলম্বী ঋণ নিয়ে তার ছোট দোকানকে একটু বড় পরিসরে করার পরিকল্পনা আছে। তার অসহায় জীবন বদলে দেওয়ার জন্য মৎস্য অফিস ও এসডিএফ, এর এসসিএমএফপি প্রকল্প এবং গাব্বুনিয়া মৎস্যজীবী গ্রাম সমিতির কাছে কৃতজ্ঞ।  নাসিমা বলেন, “মৎস্য বিভাগের এসসিএমএফপি কম্পোনেন্ট-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা রাখি এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে এসডিএফ আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সারাজীবন মৎস্য বিভাগ ও এসডিএফ এর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব”। |

**৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* সহ-প্রশিক্ষণে নারীর অংগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক বাধা;
* মহিলা সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব;
* উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় সুযোগ ও সচেতনতার অভাব;
* নারীর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ না থাকা;
* নারীবান্ধব উন্নয়ন নীতির অপর্যাপ্ততা ও বিদ্যমান নীতি প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব;
* মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য হতদরিদ্র, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা ও বেকার নারীদেরকে প্রণোদনা প্রদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

**8.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আরো নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। সার্বিকভাবে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিফলিত হবে:

* মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালনে নারীদের সহায়তা ও ব্যবস্থা গ্রহণ;
* বিনামূল্যে মৎস্য চাষ ও গবাদি পশুপালনে উপকরণ সহায়তা প্রদান;
* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ভর্তুকি এবং উৎসাহ প্রদান;
* প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদ রূপে গড়ে তোলা;
* শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-ঋণ সহায়তাসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
* নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
* সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অবদান রাখতে বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়নে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করা;
* সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা।